যুগান্তর
15 JUL 2008

ভিসির পদত্যাগ দাবি: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়েছে শিক্ষার্থীরা

আবরার উল্লাহ কায়েস, *কুমিল্লা (দক্ষিণ) থেকে*

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাস শুরুসহ ১২ দফা দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা সোমবার দিনভর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ ও মানববন্ধন করে। মিছিল চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে লাঞ্ছিত ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সোমবার বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করে রাখে এবং ভেতরে ভিসিসহ শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সভা চলছিল। দাবি পূরণ করা না হলে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে ভিসির পদত্যাগ দাবি করেছে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগে জানায়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। ফলে দ্বিতীয় ব্যাচের ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্রদের দাবি, আগামী ১ আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু করা হোক। কিন্তু ভিসি ছাত্রদের জানিয়েছেন, ২৫ আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হবে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। সোমবার সকাল ৯টায় ১২ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা দিনভর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করে এবং বেলা ১১টায় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মওলাসহ রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ সময় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে জরুরি সভা আহ্বান করেন। জরুরি সভা চলাকালীন এক পর্যায়ে রেজিস্ট্রার মুজিবুর রহমান মজুমদার ও মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। দাবিগুলো হচ্ছে— অবিলম্বে ক্লাস চালু, পর্যাপ্তসংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, গ্রন্থাগারে বই ও আসবাবপত্র, কম্পিউটারল্যাব, পরিবহন ব্যবস্থা জোরদার, মসজিদ ও ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ, হলের কাজ দ্রুত শেষ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ ও ছাত্রদের সব অর্থের যথাযথ ব্যবহার, শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আসবাবপত্র, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অবসান, প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা এবং শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ। জানা গেছে, এ আন্দোলনের নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শরীফুল করিম ছাত্রছাত্রীদের উস্কানি দিচ্ছেন এবং আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিবির সমর্থিত ছাত্ররা ভিসির পক্ষে অবস্থান নিলেও প্রগতিশীল সংগঠন সমর্থিত ছাত্ররা আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা এ ব্যাপারে বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ সমস্যা সমাধানের প্রস্তুতি নিয়েছি।